

আদাবু তালিবুল ইলম ১৩তম দারস

মুহাম্মদী নবুয়ত তোমাকে ডাকছে হে জওয়ান! হও আগুয়ান

১৯৬৬ সালের তেসরা জুলাই, দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার সোলায়মানিয়া মিলনায়তনে তালেবানে ইলমের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ) এর মূল্যবান ভাষণ। তাঁর মূল বক্তব্য ছিলো-

আমাদেরকে আজ স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা তালিবে ইলম হবো কি না। না হলে ভদ্রভাবে এ পথ পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত। আর যদি এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নেই তাহলে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

কাজের বিরাত ময়দান আমাদের সামনে পড়ে আছে। বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে আজ সাংস্কৃতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এবং জয়ী হতে হবে। আমরা যদি অবিচল থাকি তাহলে অবশ্যই আল্লাহর মদদ আমাদের শামিলে হাল হবে এবং আমরা জয়ী হবো।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আজ আমি যাবতীয় লৌকিকতা বর্জন করে নিঃসংকোচে কয়েকটি কথা তোমাদের বলতে চাই। আপনজনের সাথে লৌকিকতা ও রাখটাকের কী প্রয়োজন! পরিবারে ঘরোয়া পরিবেশে ভাইয়ে ভাইয়ে, কিংবা বাপ-বেটায় কথা বলতে কি কোন তাকাল্লুফ ও লৌকিকতার আশ্রয় নেয়? নেয় না। আমিও নেবো না। যা বলার পরিষ্কার ভাষায় বলবো।

দুই শ্রেণীর ছাত্র

আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এই যে, দ্বীনী মাদরাসায় দু' ধরনের 'ছাত্র' এসে থাকে। একদল আসে মা-বাবার চাপের মুখে। আমাদের রক্ষণশীল সমাজে পিতা-মাতা ও সন্তানের মাঝে 'বাধ্যবাধকতার' যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের দাবীতে মজবুর হয়ে আসে। সুতরাং এখানে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হলো আরোপিত ও চাপিয়ে দেয়া সম্পর্ক। দ্বীনী শিক্ষার উপকারিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ও অনুভূতি নেই, তবু তারা এসেছে। কেননা মা-বাবার হুকুম মেনে না এসে তাদের উপায় ছিলো না। ফলে এখানে এসে তাদের হৃদয়ে যে কোমল অনুভূতি এবং যে ইতিমিনান ও প্রশান্তি হওয়ার কথা তা হয়নি। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে মা-বাবা দ্বীনী শিক্ষার যে পথ নির্বাচন করেছেন সে জন্য তাদের অন্তরে যে কৃতজ্ঞতা বোধ হওয়ার কথা তা হয়নি, বরং তারা আরো বেশী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ও অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েছে। কেন এমন হয়? কী এর

কারণ? কোথায় এর উৎস? সে আলোচনায় আমি যাবো না, যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। এখন প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসার এবং দ্রুত আরোগ্যের।

মাদরাসায় এসে এ ধরনের ছাত্রদের মনে দিন দিন এ অনুভূতি জোরদার হয় যে, তাদের জীবনে এ শিক্ষার কোন সুফল নেই, এ পথের কোন ভবিষ্যত নেই। না জেনে, না বুঝে নিছক সুধারণা বশে এখানে পাঠিয়ে মা-বাবা আমাদের ভবিষ্যত নষ্ট করছেন এবং জীবন বরবাদ করছেন। সময়ের অপচয় ছাড়া এখানে আমাদের আর কিছু হবে না। কী আছে এখানে! কী নেবো এখান থেকে!

দ্বীনী মাদরাসায় এ ধরনের চিন্তার মানুষও থাকতে পারে, আমার কাছে তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। বাস্তবতার জগতে এমন হাজারো বিষয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় যা আমরা পসন্দ করি না। এমনকি স্বভাবের দিক থেকে যারা সৎ ও মহৎ ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ইলম ও আমলে যথেষ্ট উন্নতি করে আল্লাহর প্রিয় পাত্রও হয়েছেন তাদের মাঝেও এ ধরনের হতাশা ও অস্থিরতা থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আল্লাহর রহমত হলে একসময় তা কেটে যায় এবং উন্নতির পথে তার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তবে সে জন্য শর্ত হলো জীবন সফরের যারা অভিজ্ঞ মুসাফির তাদের পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা। অন্যথায় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন যতক্ষণ আশ্বস্ত না হবে এ ধরনের মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিমুহূর্ত তারা বিপর্যস্ত হতেই থাকবে।

তাদের প্রতি আমার আন্তরিক পরামর্শ এই যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তোমরা পূর্ণ স্বাধীন। এখানে কোনভাবেই যদি দিলের ইতমিনান না হয়, মন যদি আশ্বস্ত না হয়, এখানকার পরিবেশ-পরিমণ্ডল এবং নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের সাথে একাত্ম হওয়া এবং এই নিয়ন্ত্রিত সাধনার জীবন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মেনে নেয়া কিছুতেই যদি সম্ভব না হয়। যদি লাগাতার অস্বস্তিই বোধ করো, দিন-রাত যদি পেরেশানই থাকো। এক কথায়, যদি মনে করো যে, এখানে এসে তোমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছো তাহলে আমি অত্যন্ত খোলামেলা ভাবে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দেবো যে, তোমরা একটু সাহসিকতার পরিচয় দাও। নৈতিক সাহস মানুষের জীবনে বড় মূল্যবান উপাদান। এর দ্বারা মানুষ বড় বড় কাজ করেছে, বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তুমি পূর্ণ স্বাধীন। তুমি স্পষ্টভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করো এবং অভিভাবকদের লিখে জানাও যে, এই পরিবেশে এই শিক্ষায় মন আমাদের আশ্বস্ত নয়, বরং আমাদের অনুভূতি এই যে, সময় নষ্ট হচ্ছে, যিন্দেগী বরবাদ হচ্ছে। আপনারা বড় ভুল ধারণায় আছেন যে, আপনাদের সন্তান বুঝি লেখা-পড়ার মেহনতে এবং দ্বীন শিক্ষার সাধনায় ডুবে আছে। আসল ঘটনা তো এই যে, আমরা এখানে পেরেশানিতে ডুবে আছি। আমাদের মন বসছে না, কোন ফায়দা হচ্ছে না। আমাদেরকে অন্য পথে নিয়ে চলুন। আমাদের জন্য অন্য কিছু নির্বাচন করুন।

মোটকথা, যে কোন কারণেই হোক, যারা মানসিক অস্থিরতা এবং চিন্তার দ্বন্দ্ব ভোগছেন তাদের উদ্দেশ্যে এটাই আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য। তোমরা একটা সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

ইনশাআল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ থাকবে না এবং সম্পর্কেরও কোন ব্যত্যয় ঘটবে না, এমনকি আল্লাহ না করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন অকল্যাণ কামনাও হবে না।

খুশী মনে বাড়ীতে যাও, হিম্মত ও সাহস করে মা-বাবার সামনে দাঁড়াও এবং বুঝিয়ে বলো যে, আপনারা আমাকে দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু মন আমার কিছুতেই আশ্বস্ত হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে আমার জন্য অন্য কোন পথ নির্বাচন করুন। অন্যথায় আমার নষ্ট ভবিষ্যতের জন্য আপনারাই দায়ী হবেন।

যারা আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট

দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ সকল সৌভাগ্যবান তালিবে ইলম যারা আশ্বস্ত হয়ে এখানে এসেছে, কিংবা এসে আশ্বস্ত হয়েছে। যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানি করে তাদেরকে দ্বিনী শিক্ষা লাভের এবং দ্বিনের ছহীহ ইলম ও তজ্জুগান অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন। যারা মনে করে যে, এখানকার শিক্ষা ও দীক্ষা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারবো। কেননা প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ এবং সহায়ক পরিবেশ এখানে রয়েছে। যাদের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে, এখানে মেহনত মোজাহাদার মাধ্যমে আমরা এই পরিমাণ ইলমী ও আমলী যোগ্যতা অবশ্যই অর্জন করবো যাতে অন্তত নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে চিরন্তন কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারি। আর বান্দার কাছে আল্লাহর এটাই সর্বপ্রথম দাবী।

قوا انفسكم و اهليكم نارا

“তোমরা নিজেকে এবং আপন পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।
মূলত প্রত্যেক মানুষ আত্মদায়িত্বশীল।”

لا تزر وازرة وزر أخرى

‘কোন মানুষ অন্য কারো পাপের দায়িত্ব বহন করবে না’।

এরপর মা-বাবা, পরিবার-পরিজন এবং নিজের এলাকার জন্যও এখান থেকে আমি কল্যাণ আহরণ করবো।

এরপর যদি আল্লাহ হিম্মত ও তাওফীক দান করেন তাহলে পুরো দেশের জন্য, আর আল্লাহ যদি আরো বেশী হিম্মত ও তাওফীক দান করেন তাহলে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য আমরা কল্যাণের

ধারক ও বাহক হবো। শুধু এই নয় যে, নিজে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে আল্লাহর রাস্তায় চলবো, বরং অন্যকেও আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবো।

যাদের নিষ্কল্ল বিশ্বাস এই যে, দ্বীন শিক্ষার এ পথ হলো নবীর নেয়াবাত ও প্রতিনিধিত্বের পথ। এ এমন মহামূল্যবান সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বান্দাদেরই শুধু দান করেন, যাদের থেকে আল্লাহ উম্মতের ইমামাত ও হেদায়াতের খেদমত গ্রহণ করেন।

ইরশাদ হয়েছে-

و جعلناهم أئمة يهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون

“আমি তাদেরকে ইমাম বানিয়েছি যারা আমার আদেশে সত্যপথ প্রদর্শন করে। কেননা তারা ছবর করেছে, আর তারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখতো”

যার অন্তরে এ প্রগাঢ় উপলব্ধি রয়েছে যে, ইমামাত ও হেদায়াতের তাওফীক ও যোগ্যতা যাকে দান করা হয় তার আমলনামায় শুধু নিজের নয়, বরং শত শত ও হাজার হাজার মানুষের আমলের ছাওয়াব শামিল হয়। এমন কি আল্লাহর শানে করম ও মহাদানশীলতার কাছে কোনই অসম্ভব নয় যে, তিনি লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মানুষের ছাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেবেন। যেমন খাজা মুঈনুদ্দীন আজমীরী (রহ), মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ) এবং শায়খ আব্দুল কাদির জীলানী (রহ) এর আমলনামায় লেখা হয়েছে। যেমন ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামের আমলনামায় লেখা হয়েছে। (ইনশাআল্লাহ)

দুনিয়ার প্রায় সব মুসলমান চার ইমামের মাযহাবের উপর আমল করে থাকে। তাহলে হিসাব করে দেখো, তাদের আমলনামায় কত লক্ষ কোটি মানুষের ছাওয়াব লেখা হয়েছে। ইমামগণ যে যুগে ইজতিহাদ করে শরীয়তের মাসায়েল আহরণ করেছেন এবং মানুষ তার উপর আমল করছে তখন থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত হিসাব করলেই বুঝতে পারবে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর আমলনামায় কত লক্ষ কোটি মানুষের আমল এসেছে এবং কোন কোন্ খাতে এসেছে! নামায-রোযার খাতে, হজ্জ যাকাতের খাতে এবং আরো কত শত খাতে!

একটু পরে যে আমরা নামায পড়বো, সবাই নামায পড়বে, তারও ছাওয়াব মুজতাহিদ ইমামগণের আমলনামায় জমা হবে, যাদের ইজতিহাদকৃত মাসআলা অনুসারে নামায পড়া হবে। কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ সত্য সুপ্রমাণিত। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাহলে তাঁদের আজর-ছাওয়াবের পরিমাণ কত হলো তা কল্পনা করাও কি সম্ভব? পৃথিবীতে আছেন এমন কোন গণিতবিদ, যিনি ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ ও মাশায়েখগণের ছাওয়াবের পরিমাণ অংক কষে বের করতে পারেন? কারো সাধ্য নেই। কেননা এটা অন্য জগত, এটা উর্ধ্বজগত।

এখানে ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত যন্ত্রকৌশল অক্ষম, সমস্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র অকার্যকর। এখানে দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানী ও গণিত শাস্ত্রবিশারদ অসহায়।

মোটকথা, যাদের বিশ্বাস এমন, যাদের চিন্তা-চেতনা এমন তারাই হলো সৌভাগ্যবান তালিবে ইলম। এবং আমি আশা করি যে, তোমরা এই দ্বিতীয় দলেরই অন্তর্ভুক্ত, যারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে দ্বীনী মাদরাসায় এসেছে? মাত্রা ও পরিমাণ যাই হোক তাদের অন্তরের বিশ্বাস এই যে, ইলমের সাধনায় এবং আমলের মোজাহাদায় পূর্ববর্তী ইমামদের কাতারে তো আমরা शामिल হতে পারবো না কেননা তা চিন্তা করারও দুঃসাহস কারো নেই। - তবে তাঁদের কৃতার্থ সেবক ও অনুগামীদের কাতারে অবশ্যই शामिल হতে পারি অবশ্য আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ তো এমনই চির বহমান যে,

و ما كان عطاء ربك محظورا

“তোমার রবের দান কারো জন্য বন্ধ নয়”

সুতরাং এ যুগেও তিনি যদি 'সে যুগের' ইমাম পয়দা করে দেন এবং একই কাজ নেন কিংবা একই ছাওয়াব দান করেন তাহলে তাঁর কুদরতের পক্ষে অসম্ভব তো কিছুই নয়।

আজকের নতুন ফিতনা

দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, কত বড় বড় ফিতনা আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। জাহান্নামের আগুন কেমন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনে পুরা ইসলামী জাহান জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে চলেছে

ছাহাবা কেরামের ত্যাগ ও কোরবানির ফসলকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন রকমের ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী এবং ঈমান ও আখলাক বিনাশী, এমনকি ইনসানিয়াত ও মানবতা বিশ্বংসী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, এ ধরনের আরো কত বাদ-মতবাদ আজ নবুয়তে মুহাম্মদীর সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে চায়। সে যুগের মুসায়লামাতুল কায্যাব এ যুগে নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে এবং নবুয়তে মুহাম্মদীকে চ্যালেঞ্জ করছে।

নবীর রেখে যাওয়া সম্পদের উপর রাহযানদের প্রকাশ্য হামলা চলছে। নবুয়তের দুর্গে ফাটল সৃষ্টির পায়তারা চলছে। নবুয়তের প্রাণকেন্দ্রে এখন নগ্ন আগ্রাসন শুরু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ও তাঁর অনুগামীরা আজ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি মনে করি, হয়ত কিছু কালের জন্য ফিকাহর ইজতিহাদ মূলতবী রেখে যুগের নতুন ফিতনার মোকাবেলায় তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন।

আমার প্রিয় ভাই, তোমরা বড়ই ভাগ্যবান যে, ফিকাহ শাস্ত্র সংকলনের দায়িত্ব তোমাদের উপর আসেনি। মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ আগেই এর ইনতিয়াম করেছেন। এ মহাদায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য উম্মতকে আল্লাহ আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ ইবনে হাম্বালের মত ইমাম দান করেছেন। হাদীছ শাস্ত্র সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী, মুসলিমসহ মুহাদ্দিছীদের জামাত পয়দা করেছেন, আর তাঁরা অসাধারণ যোগ্যতা ও বিশ্বয়কর দ্রুততার সাথে এ মহাকর্মযুক্ত আঞ্জাম দিয়েছেন, যখন মুহূর্ত বিলম্বেরও অবকাশ ছিলো না।

তোমাদের বড় সৌভাগ্য। আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। আজ তোমাদের সামনে রয়েছে কাজের নতুন এক ময়দান। ইলহাদ ও নাস্তিকতার সাথে পাঞ্জা লড়ার এবং জড়বাদী সভ্যত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মোকাবেলার সুযোগ এসেছে তোমাদের সামনে। বিশ্বাস করো, যদি তোমরা তা করতে পারো তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহ মোবারক তোমাদের প্রতি তেমনি খুশী হবেন যেমন খুশী হয়েছেন পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রতি।

ইসলামী জাহানের উৎকর্ষিত দৃষ্টি আজ ঐ সকল দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবন্ধ যাদের রয়েছে সময়ের ডাক এবং যুগের দাবী বোঝার যোগ্যতা। যে সকল দ্বীনী ইঁদারার প্রতিষ্ঠাতাপুরুষগণ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরী করেছেন যেন তাদের শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের যে কোন নতুন ফিতনা বুঝতে পারে এবং তার সফল মোকাবেলা করতে পারে। আমার প্রিয় বন্ধুগণ! একটু ভেবে দেখো, তোমাদের সামনে আজ কমের কী বিশাল বিস্তৃত ময়দান পড়ে আছে এবং সামান্য মেহনত-মোজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনা দ্বারা আল্লাহর কাছে কী অকল্পনীয় প্রতিদানের হকদার তোমরা হতে পারো।

যামানা এখন নতুন খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং নতুন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ-এর অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁদের পাক রুহের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর লক্ষ কোটি রহমত। তাঁদের নমুনা তো কেয়ামত পর্যন্ত আর পয়দা হতে পারে না। কিন্তু আমি শুনতে পাই, তাঁদের পাক রুহ যেন তোমাদের ডেকে ডেকে বলছে-

‘তলোয়ারের জিহাদ তো আমরা করেছি, বুকের রক্ত যত প্রয়োজন ঢেলে দিয়েছি। যখনই ডাক এসেছে ছুটে গিয়েছি, ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু আজ রক্তের জিহাদের যত প্রয়োজন, চিন্তার জিহাদের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী। ধারালো তলোয়ারে যত প্রয়োজন শাণিত কলমের প্রয়োজন আরো বেশী। বাতিলের বিরুদ্ধে তোমাদের আজ লড়তে হবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে এবং চিন্তা, মতবাদ ও দর্শনের জগতে। কেননা নবুয়তে মুহাম্মাদীর উপর আজ তলোয়ারের হামলা যতটা না চলছে তার চেয়ে বেশী চলছে যুক্তি-প্রমাণের হামলা, চিন্তা ও দর্শনের 'মামলা'। সুতরাং নতুন যুগের নতুন জিহাদের জন্য তোমরা একদল মুজাহিদ তৈয়ার হও।’

আমার যে সকল প্রিয় তালেবানে ইলম মনে করে যে, এখানে এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করে নতুন যুগের নতুন ফিতনার মোকাবেলায় কিছু করা যেতে পারে তাদের জন্য সৌভাগ্যের দুয়ার খোলা। এখান থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা পূর্বযুগের শহীদানের কাতারে অবশ্যই शामिल হতে পারে।

যারা মনে করে যে, এটা দাওয়াতের এমন এক ময়দান যা আল্লাহ তাঁর অসীম হিকমত ও প্রজ্ঞার কারণে যার রায় ও রহস্য তিনি ছাড়া কেউ জানে না। - এ যুগের দুর্বল মনোবলের লোকদের জন্য নির্বাচন করেছেন যাতে অল্প মেহনতে আমরা অনেক বেশী আজর ও প্রতিদান পেতে পারি।

من أحيى سنتي عند فساد امتي فله أجر مائة شهيد

‘আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নত যিন্দা করবে তার জন্য রয়েছে একশ শহীদে দরজা।

তোমরা কি বুঝতে পেরেছো, এখানে সুন্নতের কী অর্থ? একটি সুন্নত যিন্দা করলেও শত শহীদে ছাওয়াব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই, ‘আমার সুন্নত’ বলে নবীজী আপন সত্তার দিকে সুন্নতের যে সম্বন্ধ করেছেন তার অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, আমার চালচলন, আমার রীতি-নীতি এবং আমার দীন ও শরীয়ত।

এখন চিন্তা করে দেখো, দীন ও শরীয়তের উপর আজ যে সকল দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা চলছে যদি কেউ তার মোকাবেলায় ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এবং জান বাজি রেখে লড়াই করে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে তার কী মর্যাদা হতে পারে!

এই যে দ্বীনী মাদরাসা, যাকে তোমরা আজ অবজ্ঞার চোখে দেখছো; এখানকার ভবন ও ইমারতের দুর্দশা, এখানকার সহায় সম্বলহীন অবস্থা এবং এখানকার হাজারো ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা, আল্লাহর কসম তারপরো এগুলোর দাম এজন্যই যে, এখান থেকে এমন এমন মর্দে মুজাহিদ পয়দা হবে যারা বাতিলের বিরুদ্ধে এক নতুন ময়দানে জান বাজি রেখে লড়াই করবে, যারা হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে জুডবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সকল তৎপরতা এবং ঈমান ও আখলাক বিধ্বংসী সকল ফিতনার মোকাবেলা করবে। বিশ্বাস করো ভাই, সেই জিহাদের শুভ উদ্বোধনের জন্য নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহ আজ অস্থির ও বেচয়ন হয়ে আছেন। এ মজলিসে একজন মানুষও যদি এমন থেকে থাকে যার রয়েছে দেখবার মত চক্ষু, শোনবার মত কান এবং বুঝবার মত হৃদয়। এ মজলিসের একজন মানুষও যদি এ কথা বিশ্বাস করো যে, দ্বীনের সাক্ষা খাদিম হওয়ার জন্যই আমরা এখানে এসেছি এবং আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে শুধু আমাদের উপর নয়, বরং আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির উপর

বড় ইহসান ও অনুগ্রহ করেছেন, তারা আজ এ মজলিস থেকে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ওঠো যে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা ইলমের সাধনায় ব্যয় করবো। ইলমের এ উদ্যান থেকে আমরা সর্বোত্তম ফল ও ফুল সংগ্রহের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবো। এখানে আমরা কিতাব ও সুন্নাহর গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করবো এবং এমন জীবন যাপন করবো যা একজন দাঈয়ে ইসলাম ও আলিমে দ্বীনের শান-উপযোগী।

একাগ্রতা ও নিমগ্নতার প্রয়োজন

ভাই! এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে যে, যে দ্বীনী ইদারা ও তার খাদেমগণ দুনিয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে, লাভ ও মুনাফার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে এবং যিন্দেগীর সওদাগরির সব কিশতি জ্বালিয়ে এই বন্দরে এসে পড়ে আছেন তাদের সাথে তোমাদের আচরণ এই যে, এক পা এখানে, অন্য পা আল্লাহর দুশমনদের সেখানে! তোমাদের দেহ এখানে, কিন্তু মন পড়ে আছে শত্রু শিবিরে!

বাতিল তাহযীব তামাদুনের শিবির হলো ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর দ্বীনী তাহযীব তামাদুনের শিবির হলো আমাদের এই সব জীর্ণ-শীর্ণ মাদরাসা। এ দুই শিবিরে আজ লড়াই চলছে, দুই তাহযীব ও তামাদুনের অস্তিত্বের লড়াই। বলো দেখি, শত্রু শিবিরের সাথে সম্পর্ক রাখার অনুমতি দিতে পারে কেউ! মাদরাসাও তো একটি সৈন্য শিবির! কোন ইজম ও বাদ-মতবাদ, কোন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা কি অনুমতি দিতে পারে বিপরীত বাদ-মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থার সাথে সখ্যতা গড়ার? রাশিয়ায় থেকে আমেরিকার স্বপ্ন দেখা কিংবা আমেরিকায় বসে রাশিয়ার গুণ গাওয়া, সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলো কিংবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, কেউ তোমাকে এ অনুমতি দেবে না, দিতে পারে না।

দুনিয়ার জীবন যাদের বাধা-বন্ধনহীন। নেশা করো, জুয়া খেলো, নাচ-গান করো কোন বাধা নেই, তারা যদি না পারে তাহলে ইনসাফের সাথে বলো, দ্বীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আমরা তোমাকে কী ভাবে অনুমতি দেবো এখানকার শিক্ষা দিয়ে সেখানকার পরীক্ষা দেয়ার? এটা কেমন আমানতদারি যে, আমরা তো তোমাদের জন্য সময়, শ্রম, মেধা ও সর্বস্ব কোরবান করবো (অবশ্যই তোমাদের প্রতি এটা আমাদের অনুগ্রহ নয়, বরং কর্তব্য) কিন্তু তোমরা তা থেকে অন্যায় ফায়দা গ্রহণ করবে, এটা কোন ধরনের শারায়াত! কোন ধরনের দিয়ানাৎ!!

যারা দাওয়াত ও হেদায়াতের ময়দানে কাজ করবে তাদের সম্পর্কে তো কোরআনের ঘোষণা হলো-

و امر أهلك بالصلوة و اصطر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى

‘আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও নামাযের উপর অটল থাকুন। আমরা আপনার কাছে রিযিকের দাবী করি না বরং আমরাই আপনাকে রিযিক দান করবো’।

আচ্ছা বলুন দেখি, ‘আমরাই আপনাকে রিযিক দান করবো’ বলার এখানে কী প্রাসঙ্গিকতা ছিলো? ‘পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ করুন এবং নিজেও নামাযের উপর অবিচল থাকুন। এর পরই বলা হচ্ছে- ‘আমরা আপনার কাছে রিযিকের দাবী করি না! এটা তো জানা কথা যে, আল্লাহ তা‘আলা রিযিকের মোহতাজ নন এবং বান্দার কাছে রিযিকের প্রত্যাশী নন। তাহলে কেন এ কথা বলা? আসলে এর অর্থ অতি ব্যাপক। অর্থাৎ আপনার কাছে আমি এ দাবীও করি না যে, আপনার রিযিকের দায়িত্ব আপনি নিজে বহন করবেন, বরং আপনার রিযিকের দায়িত্ব আমার। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থেকে আমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন।

বোঝা গেলো যে, নামাযের ইহতিমাম দ্বারা আল্লাহর দরবারে রিযিকের হকদারি ও প্রাপ্যতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, যার অনিবার্য ফল এই যে, যিনি দাঈ হবেন, ইবাদতগুজার হবেন ইনশাআল্লাহ রাব্বের কারীম কখনো তাকে অনাহারে রাখবেন না, অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, বরং সে-ই হবে বহু নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয়। আল্লাহর হাজারো বান্দা তার ওছিলায় রিযিক লাভ করবে। এক সিংহ শিকার করে, আর বনের কত শত প্রাণী তার ওছিলায় উদর পূর্তি করে!

হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার দস্তরখান দেখো। আমাদের এ যুগে মাযাহেরে উলূম মাদরাসায় হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহ) এর দস্তরখান দেখো, আর যে সৌভাগ্যবান লোকেরা হযরত মাদানী (রহ)-এর দস্তরখান দেখেছে তাদের জিজ্ঞাসা করো, আল্লাহর এক সিংহ শিকার করতেন। আর তাঁর সমগোত্রীয় কত বান্দা তা থেকে উপকৃত হতেন!

আল্লাহর তো ওয়াদা রয়েছে, তুমি কিছু দিন মেহনত মোজাহাদা করেই দেখো। নিবেদিতপ্রাণ, সাধনামনস্ক ও মেহনতী তালিবে ইলম হও এবং নিজের মাঝে ইখলাছ ও আল্লাহমুখিতার গুণ সৃষ্টি করো, তারপর আল্লাহর কুদরত ও রহমতের তামাশা তুমিও দেখো, দুনিয়াকেও দেখাও।

ব্যস ভাই! বোঝার যোগ্যতা যাদের আছে, আল্লাহ যাদের জন্য সৌভাগ্য ও খোশকিসমতির ফায়সালা করেছেন তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, বরং যথেষ্টও বেশী। আজ যা কিছু শুনলে তা

থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করো এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো; চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কিংবা থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে এক শরীফ ইনসানের মত যাও, আর থাকার সিদ্ধান্ত হলে এক শরীফ ইনসানের মত, সাহসী পুরুষের মত এবং ইলমের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক তালিবে ইলমের মত থাকো। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।